ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে

ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে
আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৫

প্রকাশক
মো. জাহিদুল হক চৌধুরী রাজীব
চৈতন্য
কানিজ প্লাজা (৩য় তলা), জিন্দাবাজার, সিলেট
rajibchowdhury92@gmail.com
০১৭১৮ ২৮৪৮৫৯

মুদ্রণ : চৈতন্য মুদ্রণ শাখা
প্রচ্ছদ :

টাকা - ১২৫

Kromosho Applepata Beye
by Abu Sayeed Obaidullah
First Published February 2015
Published by CHAITANYA, Sylhet
Tk 125 only, Rs 70,
ISBN :

উৎসর্গ
প্রিয় দুই কবি

সৈয়দ তারিক
সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

সূচিপত্র

গানের আসরে ৯
ফুটনোট ১০
জুয়াড়ি ১১
স্পর্শ ১২
কবিতাপাঠক ১৩
বিরহ বিষয়ক দুটি ১৪
হিজাব ১৫
সভা ১৭
রিফিউজি ক্যাম্প ১৮
ট্রেনে জানালার পাশে ১৯
কবিতা ২০
তরমুজ, মিনাবাজার ও
অটো হাতবোমা ২১
দোনলা বন্দুক ২৬
গাছ ২৭
প্রেমিক ২৮
৩ নং প্লাটফর্ম থেকে ২৯
বনভোজন ৩০
শাদা কবি ৩১
বৈঠকখানা ৩২
সূচিপত্র ৩৩
বিদেশি কবিতার দিকে তাকিয়ে ৩৪
নতুন লেখা ৩৫
৩৮ টেক্সি
৩৯ সময়
৪০ ফিলিস্তিন
৪১ গোপন চোখের ক্যামেরাগিরি
৪৩ সাইলেন্ট ইজ গোল্ডেন
৪৪ নিউজপেপার
৪৫ মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম
৪৬ ইমিগ্রেন্ট
৪৭ সীমান্ত
৪৮ ডালিমেরা
৪৯ স্ত্রী
৫০ বনি আদম
৫১ ভাষা
৫৩ কবিতাভাবনা
৫৪ আপেল ফলের স্তন
৫৫ গোপন
৫৬ ডিম্বানু
৫৭ হাওয়া ও হানাদার
৬২ ঈভলিনের শহর ও
অন্যান্য সম্পর্ক
৬৮ ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে
৬৯ উৎসবের কবি
৭০ ম্যাসেজবক্স
৭১ ফেরিঘাটে

গানের আসরে

ঘুর্ণ্যমান বায়ুপৃষ্ঠে তোমার কথা পাচ্ছি
এত সুর তারান্নুম, এত জলবিছানো
সিম্ফনি সোনাটা
গ্রহ অনু-গ্রহ সমুদ্র করে তুলছে।
উড়ন্ত শরীর আমার- কোনো মাধ্যাকর্ষণই পাচ্ছি না
হালকা পালকের স্মৃতিগুচ্ছ জাগছে মাথার গুগোলে।

ভিড়ের মধ্যে তোমার ঠোঁট নড়ে...
পুতুলখেলার মাইম, ঝি টিকা ঝি ... ডিজে ...রিডু
উড়ে আসছে পুচ্ছে লুকানো কার হারানো চাবি।
একটু একটু আলগা হচ্ছে বন্ধুর মুখ
বদ্ধ ভিড়ের হামলা। আরো কিছু ছায়া আরো কিছু
উড়ে চলা গাছ- পা মিলিয়ে দিচ্ছে ম্যামথ ভূপৃষ্ঠের ওপর।
আমি তাদের কী নামে ডাকি- কী নাম দিই
এই বিহ্বল মায়াস্রোতার!

ফুটনোট

লিখে রাখছি এই কপিসছায়া। এই দাগী আসামি
জানালার জেলপাশ তার মালবেরি শীত। ব্রিজ ধরে একা
এক বায়ুফল গাড়ি। একটি দরোজা খুলছে সাদা পাতা থেকে
একটি মোম একটি না-ছোঁয়া তিতির। তার ডানাশীর্ষে রৌদ্রগান
আর বিহ্বল ময়দান আর সেই লাল ঘোড়াগুলো-
তাদের সহিস
খাখা তরবারির ধার- কীভাবে রক্ত রক্ত করছে!

যারা এই প্রথম স্কুলে নাম লিখালো- তারাও এইসব জড়ুল গন্ধের
মধ্যে নাক ডুবিয়ে আছে। তাদের দেশের কথা নাই বা বললাম!
পথে পথে যেসব যুদ্ধকয়লা দেখছ- ভাড়াটে বালিকার মির‍্যাজ
তাদেরও শেষ জানাজা- এই মুগ্ধ প্যাপিরাস, বল্কলে।
মুখে কাপড় দিয়ে মায়েরা কাঁদছে- তাদের রুমাল
তাদের কোমরের শেষ যৌবনরেখা ধরে
শত্রু উড়ালের ডিনামাইট।

জুয়াড়ি

থোকা থোকা আঙুরবাক্সে চোখ রাখছি
একটি চতুর কয়েন একটি চূর্ণ ঘোড়ার রেস
ঢুকে পড়ছে ফেরাউনের কফিনে।
পাশে সেয়ানা মেয়েদের মায়াভেলকি
চুমুকে চুমকে বাঘ করছে ছেলেদের ঘোড়া।

মুখোশমুখি মেলা। ক্লাউন হাসছে ছোট্ট শিশুদের
রেঁস্তোরায়। তাদের ডাকাত নাচবে শেষ
লুটেরার সিংহাসনে। এমন মুর্হূতে কে
পূর্ব জন্মের ভাষা শেখায়? কে ভবিষ্যদ্বাণী করছে
আগুন আর আগ্নেয়াস্ত্রে?

চারদিকে তুষারের ঢেউ, নদীর রোজনামচা
আমার আয়ুলেখা লুপ্ত- ভিড়ের দানবাক্সে।

স্পর্শ

পানশালার পাশে বাড়ি।
স্মৃতিরা চোর হয়ে ঢুকে পড়ছে নেশাখোরদের মগজে
যেমন কোনো তরুণ কবি তৈরি কোনো ভাষায়।
তাদের হাতে মোম -এই ঘন শীতের বারুদখানা
ঝাপটে আসছে সেনা আর বুট জুতার বায়স্কোপ।

তাই দেখে কার্তুজ লাগছে আমার হিম রাইফেলে
নিশানা স্থির- জিরো হয়ে বসে আছি বন্ধুর কফিনে।
দূরে তাঁবুগুচ্ছ। খোলা পিপুলভাষায় পাখি হয়ে আছে
সন্ধ্যার এই হিংসাগ্রেনেড।

ধর্মহীন হলে পালাই পালাই করতাম
আজ ব্রেইন ধরে ঢুকে পড়ছি নেশাখোরদের গ্রামে।
আর অবস্থান চাইছি। শেকল খুলতে খুলতে
গোলাপ আর চামেলিতে ধুয়ে দিচ্ছি মানুষের রক্তখানা।

কবিতাপাঠক

নিঝুম এই রজঃশ্রাবের ভেতর
টিপে টিপে
দেখা হল জলপিচ্ছিল বাতিঘর
গোলাপগন্ধ, হেরেমখানা
একটি নরম গাছের গ্রাম।

দেখা হল তারামাছ, মৌমাছি
মো মো সুপারনোভা- সিংহদ্বার
আর আপেল মারাইয়ের ক্ষতচিহ্ন।

একটি নিষ্পলক যোনিরেখা
তার নরম পিপুল ছাড়িয়ে
একটি মথ একটি না জন্মানোর
আকুল আর্তি- বাল্যলেখা।

তারপর ফিরে আসা
ফিরে গেল
অবসর প্রাপ্ত সেই মাদি ঘোড়াদের
আস্তাবলে। যেখানে কবির মতো
দুলছে শেষ মাঠের সহিস!

বিরহ বিষয়ক দুটি

চট্টগ্রাম
(কোনো এক লাল শাদাকে)

মহাসাগরের পার থেকে ভাষা দিচ্ছি
ব্রিজ থেকে গড়িয়ে পড়ছে হাঙরতাড়িত অক্ষর,
ঝুঁকে পড়া এই পাগলস্রোত - হাওয়াদমকল
রক্তবিছানা নিয়ে যাবে চট্টগ্রামে!

ঘুমের টোটেম ছিঁড়ে এক জাগুয়ার জাগে
গ্যালিলির এই গ্যালাক্সি ভরে যায়-
মুগ্ধ কিলিং প্যানারোমায়।

জানি এই ভাষা বিনিময় কোনোদিন শেষ হবে না
কোনোদিন চিঠি আসবে না টার্নিং করে-
হারবার পেরিয়ে- এই জাতিহারানো ঈঙ্গলবার্নে।

পৃথিবীর শূন্যস্থান হয়ে ঝুলে থাকবে অস্ট্রেলিয়াগামী
উড়োজাহাজেরা!

###

স্টেশন

দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ঘাড়ে শীতের ইকেবানা
ঠাণ্ডা বাতাসখনি টান টান মুখের গ্রাফ- বালিরেখা,
আয়ুবাক্সে লুকিয়ে পড়ছে বরফ ডাকাতেরা।

সামনে হলুদ দাগের কিনারা
সাবধানে পা রাখছে তাঁবুহারানো যাত্রী
তার বোগলজুড়ে নিদ্রাবহনের লম্বা ক্যারাভান।

থোকা থোকা বিদ্যুৎ-রাক্ষস নিয়ে শুয়ে আছে

রেলস্লিপারের কয়েদী।
এক একটি মহাদেশ ছায়াবিন্দু
মিষ্টি দোকানের পাশ দিয়ে, ব্রিজটার মাথায়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুকে
আস্তে আস্তে লাফিয়ে উঠছে ট্রেনীভূত সন্ধ্যা,
হাজারিবাগ হাজারিবাগ ডাকা
স্টেশনের বারান্দা!

হিজাব

লুকিয়ে লুকিয়ে থাকো
আর আমি আল্লাহ আল্লাহ করি
চোখগুলি খুলে রাখি ওজু আর কুয়োতলাতে।
যে কণ্ঠধ্বনি দাও -তার নোটেশনে মাটিতে ভায়োলিন
বাজে, বাজে না এমন মন্থর ময়ূর ও কোকিল।
তোমার সৌন্দর্যগুলি ছড়িয়ে পড়ছে
জমজমের পানিতে।

###

আর তুমি কেবল দূর হয়ে পড়ছ
রাস্তা খুলে আমি পাথরে, মজনুন মজনুন!
এত দালান এত কাঁটাতার লাগছে গলায়
তোমার নামটিও নিতে পারছি না!

বৃষ্টিদিনে
মেঘ হয়ে ভাসছে তোমার হারিয়ে যাওয়া বোতাম।

সভা

ভাতৃহন্তারকের পাশে বসে থাকি।
পাশে কাবাবের ভেড়া
আগুন জ্বলছে কলিজার তন্তুতে।
পেটে ও পিঠে কলমের ঘুঘু
ডাকছে স্মৃতি-ডাকাতদের।
সুরায় আর সিনায়
বাজি ধরছে মেয়েদের ঘাগরা।

ঢোলে ঢোলকে কী মায়াবী সিনেমা!
যেন পায়ের নিচে আঙুরের পাহাড়।
পুলকে পুলক এই জং ধরা ছাউনি
পায়ে বাঁধা রুস্তম সীমানা দখলে!

তুমি কোন পেয়ালা হাতে জামা খুলে ধরছ?
কার তাঁবুতে ভরিয়ে তুলছ নমরুদের আয়না?
আসো, ঘর ধরো, নাভি কাটো
গোলাপের পাতায় কামান নামছে
তলে তলোয়ারে নেচে উঠছে
শেষ প্রহরীর ঘোড়া।

রিফিউজি ক্যাম্প

প্রস্তাবিত বে-কুঞ্জ মিউট করে আসে।
এত কথা এত ভাষার গলিঘুচি
কাগজে তো আর বাড়ি আনবে না!
ঝাঁ ঝাঁ ক্লিক করা অপসৃয়মান রণক্ষেত্র
কার পাঁজর কার খুলে পরা তর্জনীর
বিবাহরেখা! রাতে তাঁবু পড়ে
ঢেকে রাখে টিলারের মাথায়
রক্তপিচ্ছিল তরবারি।

তুমি ময়ূর বলো তুমি দীগন্ত ছাড়িয়ে
ঘোড়া চালিয়ে আসো।
জানো কার্ফুতাড়িত দেশে
যুবতীদের রজঃশ্রাবও হয় না!
শুধু নির্মূল শুধু ময়দানজুড়ে শেষ
গোলাপের লুণ্ঠন!

শিকারি দৌড়ায়- প্রথম বিশ্বের নামে লিখে রাখা
ভুট্টা আর গমের সাদা কার্টনে।
এই খাদ্যভাষা, ভাষার অধিক এক কবরস্থান
ঝুলে পড়ে সন্ধ্যার রিফিউজি ক্যাম্পে।

ট্রেনে জানালার পাশে

অ্যারোবিক এই শরীরগুচ্ছ
লাল লাল তরমুজ
ভেসে উঠছে বাদামী বীজের চিকন নদীপথ।
মো মো ঝিক ঝিক
গান আর গন্ধম দেবে আধখোলা পাহাড়।

কাচে আর নাচে কোন তাঁবুর সিপাহশালার
তার জিপার খুলো তার পুলিন্দে
বসে আছে সবুজ বাঘের সার্কাস।

পাশে গলফ খেলার মাঠ
বালির পাতাল ঘেঁষে সূর্য আর সিংহের কংকাল
সাদা মানুষেরা রেশম হয়ে ঢুকে গেছে অ্যাশিয়ার
ঘুলঘুলিতে।

যারা নামছে তাদের মহীপাল বিবশ
নড়ে চড়ে বসে পড়ি ভিজে যাওয়া গালিচায়।
ঘুম খুলো না খুলো না তরমুজের শহর
দরজা ছাড়িয়ে ঢুকে যাবে
বাদামী বীজের দুশমন।

কবিতা

ভরা মজলিসে দমকল দমকল বলে ডাকছি
মানুষের পায়ের পাতা থেকে এক একটি ডাকাত
এক একটি মমিবাজেরা
পানি তো আর ঢালবে না।

সিংহ নিয়ে বাড়ি ফিরবে রাজ্যপালকেরা
তাদের তলোয়ার থেকে বাজনা বাদলের গিরগিটি।
কথা বলে বলে- কারো সাথেই কথা বলছি না
পাছে পাগলখানা থেকে চিঠি লাগায়।

আস্তে আস্তে ব্রিজ পেরিয়ে ঝুমুর আসে
মৃত্যুখানা থেকে গোলাপে খুশবু পার্সিপাখিরা-
ছড়িয়ে পড়ে বাষ্পশকট, বিচ বালিখানায় ।

জন্ম লও জন্ম লও ঝুম ও চাষে
ভরা মজলিস লুটিয়ে পড়ে শিকার
আর সন্যাসে।

তরমুজ, মিনাবাজার ও অটো হাতবোমা

তরমুজ

লালের ভেতর একটা স্বরগম
একটা রিফিউজি গ্রাম
কেঁপে কেঁপে

লম্বা একটা বাস- ধূলিপাখিদের ভেতর
ধীর প্যাসেঞ্জার, তার স্মৃতিবল্লম
খালি চক্ষুচিমনি
কবরস্থানের পাশে
পেঁপে গাছ হওয়া টেলিগ্রাম ।

উড়ে
মৌন চিঠিলেখা
সবুজ রঙের খাম পৌঁছায়
২৬ মনেশ্বর লেন, হাজারিবাগে।
সেখানে একটা দাঁত
একটা সিংহ গর্জনরেখা বেঁকে যায়
বাদামী বীজের ল্যাণ্ডিং মার্কে।

মিনাবাজার

এত দরোজা এত সাজানো খামার
বিবাহগাড়ি
ঝর্না পিচ্ছিল চর্বির চোরা রিদম
তাপ ভেবে
শিরস্ত্রাণের পালক গলে পড়ছে-
হলুদ এ টি এম'র ডাকাতবাক্সে।

জ্যাকেটের ভেতরে রাবারের প্রাণ
এই ময়ূর হারানো বেদনা
ভ্যানেটি ব্যাগ থেকে আস্তে আস্তে
দূরে- ঘন কুয়াশার জলাশয়ে।

সেই সংবাদে টেলিগ্রাফের পাখি
তার শূন্য নীলের জানালা
গোল তামার পয়সা উড়ায়
শপিং মলের দানবাক্সে।

কামান

এক চোখা হরিণ কালো কুয়োর দাগ
দাগের ভেতর সেনাপতির খুল যা সিম সিম।
তালা পড়ছে পাতায় আর খাতায়
রাইফেল থেকে ছুরি ও বিষ।
শিষ শিষ পাখিদান তো নেবে না!
শুধু ইশারা দেবে উড়ালে পাতালে।

নিচে ছেলেরা খেলছে
লাল নীল ক্যারাভানে শীত ও তুষার।
দুরে এই গোলপোস্ট কার জন্য?
কার জন্য হুইসেল বাজিয়ে
দমকলের গান?
নাও আর একটু জলপাই করো
শূন্যস্থান ভরে যাক তিতির আর তরমুজে।

চাবি

কারা এই দরোজা আগলে রাখে!
কাদের হাত পা বাতি
রাত্রির লেখার ক্যামেরা! তাদের নাম বলো
তাদের বুকের মাপ, তাদের কাঠ কাঠ নৌকা
গলুই

তাদের জাল থেকে জুপিটারের চাবি।

মিটিং রুম

পরশ্রীকাতর রোদ ঢুকে পড়ছে বুলেটিনে
পাশে হেলানো তাজা ফল ও তন্দুর
নেশা নেশা গ্লাসের মুক্ত জলজাবিন!
পা ছড়িয়ে আছ মন্ত্র আর মেহগনি
যোনিগন্ধ তোমার ঠোঁটযুগলে।

তির তির এগিয়ে আসছে ডাকাত
তাকে পতাকা দাও
আলিঙ্গনের ভাষা এই গ্যাসবেলুন, সন্যাসে।

যে আসে তাদেরও পোশাক রেশমের জাল
ধ্বনি পৌঁছাও- তিরছা এই জমিনে ভূ-পরিখা রাখি।
জানালার পিপুল দিয়ে তুলে রাখি আজকের সূচি।
যারা বলছে তারা তো এই ফল ফলাবে না
ঝুঁকে থাকা এই পাহাড়ে খুনি চলবে অবিরত।

আরো তুরমুজ

আজ না জাগালেই তুমি
পাতা সেজে শুয়ে থাকি শীতগাছের জু-তে!

যত পারি আজ শুধু ঐরাবত ছবি
হেলে দুলে খেলা করে ব্যস্ত কাবিলের ছায়া।
তার নিচে আরো মায়া
আরো লালের মতো লাল, খনিজ মাটির গভীরে
গন্ধে আগুন আগুন পাখি আর শিশুরা।
সেই ছায়ায়
জেলপারে শুয়ে আছেন ভারি নিতম্বের কেউ
ভরসা রাখি তার বন্ধ আর গন্ধমে।

অতিবীজ, মাতৃধারণা লালের,
শত কর্মফাঁসি তরমুজ করে নিয়েছি।

সীমানা

বাঁধা আরো না-উড়ালের নামে
তার আকাশ দেখে-
এখন পাখি তো আর উড়বে না।
শুধু বালি বদলাবে
কাঠ থেকে কর্পূরগুলো
তাজা তাজা হাতবোমায়!

তারপর ন্যাংটা দেয়ালটার ভেতর
কিছু ছায়া কিছু পাথরের বাজনায়
ছুরি দেবে মেয়েটার হাতে।
সকাল উঠছে এই অটোম্যাটিক পলেস্তরায়
গন্ধ পেয়ে ঢুকে পড়ি খুনিদের শহরে!

ওয়েটিং রুম

যে গাড়ি করে এসেছি
তার টায়ারে ময়ূর ময়ূর খেলা
সেই দৃশ্যে তোমার নামে
কথাময়ূর কোন মরুসিন্দুকে!

এই গোপনমধুর সরাইখানা
তুমি আর দেয়াল লিখ না
লাল উড়াও- তাঁবু বসাও
একটি ব্রিজ একটি নদীর চলা
জমে থাকা এই অপেক্ষা-বিন্দুতে!

অটো হাতবোমা

ফুটবো আমি তোমার ভেতর
তোমার এই ঘর জানালা বরফ করে রাখো!
সাথে তাঁবু ও সৈন্যরা। যারা থাকবে তাদের
নেমলিস্ট করো। যাদুঘরে কার নাম যায়

কার জাহাজভর্তি চিঠি।

বহুদিন আমি ঘাসের স্মৃতি হয়ে থেকেছি
এই অগ্নি ও অংকুরে কী সব প্রার্থনা
হারোনো গাছের বীজ হয়ে শুনেছি।
আজ লিরিক করে কাঁপছে ভুরু ও আঙুল।
দেখো কী এক পালক জাগে শূন্যের বাতাসে,
তার আকাশের আগুন শেখো
শেষ সূর্যগ্রহণের ঘণ্টা নিয়ে ঘুমিয়ে
পড়েছে গাজী।

আরো হাতবোমা

তোমাকে কবর দিয়েছি। তুমি জাগো?
ফিরিঙ্গিদের রাজকলে জমে এসেছে বীর।
তার হাতিকল তার তাজা তীতুমীর
নেশা জন্মায় যুবকের কেল্লায়।
তাকে হীন জেনে জিপবহরে মীরজাফর
জামা বদলায় জিহ্বা বদলায়
পাক সেনাদের লিখে দেয় হাজারো যোনি।

তাদের আজ নামিয়েছি গেরুয়া মাটিতে।
বলো কবে শীল পড়বে কবে কফিন করে
আসবে পাতাগেরিলারা। তাকে শুনাও
আমার যে ভাই, বোন, যে মায়েরা
হাড় হয়ে মিশে আছে আরো হাড়ে
তাদের চোখের নামে এই হাতবোমা, বলি।

দোনলা বন্দুক

ছন্দ না-ছন্দ ভাবতে ভাবতে মমি হয়ে গেল শব্দপুলিশেরা
আমি খলিফা হয়ে বসে থাকলাম কবিতার জমজমে।

#
জ্বলো তরুণতম কবি। একটাও কবিতা লিখবে না!
শুধু ভেজা বারুদ হয়ে ঢুকে পড়ছ শত্রুদের গ্রামে।

#
হিংসা হিংসা করে তাড়িয়ে দিচ্ছো আমাকে
আমার কবিতা কিরিচ হয়ে ঢুকছে তোমার কলিজায়।

#
জানি বন্ধুরা লিখবে না। হাতে হাতে লাগবে তরবারি।
শুধু ঘোড়ার ক্ষুর ধরে চলে আসবে স্মৃতিঢাকা পায়রা।

#
লাগো যত পার। শীতের জ্যাকেট পরে সিনেমা সাজ।
কান লাগিয়ে শোনো প্রথম শিকারের সোনাটা।

#
ভাষার মাছ ধরে আছি। নেই সীমানার জলকাঁটা
রক্তলেগুন ধরে জাগছে আমার কবিতার তিমি।

#
সাফিন চূড়াতে যাচ্ছি। বরফ হয়ে নামছে তোমার শরীর!
যদি পারো ঢেকে দাও আমার কবিতার হাবিয়া।

#
হাওয়ার ভেতর মাথা দাও। শূন্য আর হালকা হও।
শ্বাস নিয়ে বোঝ আমার বাক-বিভার পিরামিড।

#
বসে পড়ি এই নিঝুম কুয়োয়। দূরে চাঁদ ওঠে।
দূরে জল ধরে উঠছে হারিয়ে যাওয়া কবিতার শহীদ।

#
কামিল হয়ে আছি সিনায়। গাছ উঠছে আঙুল আর মাথায়।
তুমি মীরের মসজিদ বানাও। শোনাও শত না-শোনা সুরা।

গাছ

বৃক্ষ না বলি। তার আপন, তার রক্ত
মাতৃদান, জরায়ু গাছ।
লম্বা হাত আর আঙুলের এই শান্তিমহলের
ঘুমক্ষেত
সাথে গোল গোল ছাতাছাউনি
পথে পথে মায়া দেবে ছায়াহীনে।

জানি কবে
তারা নিল তারা কেটে পথে শালিক ও পাখি!
তবু আমরা ব্রেইল করে পড়ি তোমার
শীত, তোমার ঘাড়ে আগুনের টেরাকোটা।

মায়েরা এমন নিঃসঙ্গ ছেড়ে জনসংঘে
ফোলা স্তন বাড়িয়ে সন্তানের মুখে-
ছড়িয়ে ধরেছে সবটুকু মা
পাতা যেমন।
ডিম পারার ডিম হিম শীতের ডাহুকি
জানে লুকিয়ে লুকিয়ে
পথচারি একটা শিকারি।

আমাকেও নাও যেভাবে গাড়ি চালিয়ে
মানুষের তীর মানুষের বল্লম
অতিক্রম করে এসেছি। যেন বকুল বেলার গন্ধ
বকুল ফুলের কেশদাম, মূল মুনসান
ঢেকে রাখবে পারাপারের সব রণক্ষেত্র।

প্রেমিক

পঁচিশে নাও
আর মেহবুব মেহবুব করো।
আগুন আগুন এই গলায় সূর্য থাক
রাত্রি ভেদ করে জাগুক মুনকামীরা
ফিরে পাক উড়ন্ত সব নক্ষত্র-হেলেন।

তোমার সাক্ষ্য মানি
এই ঝুল বারান্দা এই বুলেটপ্রুফ সীসার
জ্যাকেট ফেলে তুলে নিই তারাবাতি, মাদল।
ব্রিজ নামিয়ে রেখেছি পাহাড়িতলায়
এখন সো সো জলগান শোনো
ক্লান্ত নাবিকের দল ঘুমিয়ে পড়েছে
কলম্বাসের চিতায়।

শুধু গোলাপের ওপেরা বাজুক তোমার শরীরে
তোমার বাগান হোক শত যোনিদের।
খুলে রেখেছি সকল মুখোশ
আমি স্মৃতিভ্রষ্ট, আমার বাক বন্ধ অধীর তন্দ্রায়।
আর ফাসিঁকাষ্ঠ চাই না
মিথ্যা স্বাধীনতা নিয়ে জ্বলুক ক্ষুদিরাম।

৩ নং প্লাটফর্ম থেকে

শূন্যস্থানের ভিড়। হাত পা ছড়ানো পাখি
চূড়ায় ব্যাকুল উড়ালরেখা।
ডানা ছড়াচ্ছে আবাবিল
তার জিহ্বা থেকে ড্রাগন আর সাপ।
নামি পাহাড়ি বিচে
শামুক হাঁটে ফণীমনসায়
কে পয়গম লেখে এই জলসাইকেল
পাথরে!

তাই ভেবে ঘুমিয়ে পড়ি শিকারির সিনায়।
কাছে বনবকুলের সিংহাসন। গন্ধ পাই।
তার চাঁদ থেকে নিত্য নতুন মওলা আমার!

তন্দ্রায় চারাগাছ বেয়ে স্বপ্ন
সেই স্বপ্ন সেই গোলাপি রুমাল ধরে
মসজিদের মিনারে হাঁটছে কোন নবী!
তাকে পাঠাও।
এই পুলিশতাড়িত শহরে গুপ্ত যত দরোজা
সেখানে পাহারা দেয় কোন হানাদার সিপাই।

বনভোজন

শূন্যস্থানে কমলালেবুর হলুদ
শিশির গড়িয়ে জমছে ব্যবহৃত
তরবারিতে।

কদম কদম যারা হাঁটছে
তাদের বুক থেকে
এক একটি ড্রাগন
একটি পাখির ওপেরামাস্তান
দান করছে আকাশের শেষ বাড়ির মোর্জাট।

মেঘে থেকে মেঘে তার পথ ধরে
পৃথিবীর শব্দডাকাতেরা নিহত
একটি বিহ্বল কুয়োয়!

শাদা কবি

তার বাদামী চোখ এই ভিনভাষার
ক্যামেরা থেকে একটু ঝুম করে
প্রতিপক্ষের রোমকূপ
বলি বা ভাগ্যরেখা
কালো পিঁপড়াতন্ত্রের যূথলেখা
আফ্রিকা আর এশিয়ার বনে
তার পরাগায়ন চাষবাষের
চিকন চর্বির গরু

আর

বন্যার ডিজিটাল ছাপচিত্র
এন জি ও প্রতিষেধক
শিশুকোলে হাজারো রিলিফকাতর
নারীদল
তাদের মুখ থেকে বাঁচাও বাঁচাও
ভাবতে ভাবতে
আমার মুখে

বাংলা কবিতার মাশরুম!

বৈঠকখানা

যে ছিপিতে আটকানো ভাষা
তার মিনারেল থেকে
তরল এই কমলাজুসের উপরিভাগের মুখোশ,
তার লাল লজ্জাস্থান পেরিয়ে ক্রমশ
একটি বাঘ একটি পিপীলিকা
কিছু 'মনে রেখো'র গোপন ভাগের ছুরি থেকে
উদীয়মান এই পত্রমঞ্জরি।

তার তিন ইঞ্চি দূরে চিত্রাপিত
বহিরাঙ্গন
বলা আর না বলার কতকথা,
ক্রমশ ধুয়োর ভেলকি গিলে
ঘোড়া আর মহিষের তেপান্তর পেরিয়ে,
ছেলেবেলার ট্রেন হয়ে কীভাবে ভেতরে

ধীরে আপেল আর আনারসের সঙ্গীত।

সূচিপত্র

দেখা আর না দেখা সম্ভাবনার ভেতর
প্যাপিরাস আর দেয়ালের সেলোফিনে
যে নাম যে শিরোনাম, ঝোপঝাড়
গ্রহতারাগুলি।

স্ক্রলিং আর উল্টানোর মাঝখানে
যারা লেপ্টে আছে মোমের বাইরে শীতের
ফুটনোটে

তাদের ঘাড়ে উঠতে উঠতে
শব্দ আর নৈঃশব্দের এই ডাকবাক্স এই
শান্ত চিঠি বরাবর
একটি লম্বা করিডোর
একটি তাঁবু গাথার শেষ কর্মসূচি।

বিদেশি কবিতার দিকে তাকিয়ে

ঝুলন্ত এই ভাইন ট্রির দিকে
একটি অবসর একটি ভীরু চোখ।
থোকা থোকা আঙুরফলে
ছেলেমেয়েরা, হাসিস হানিমুন।
ভাষার এই নকটার্ন জাগিয়ে তুলে
ঘুমন্ত ঘরছাড়াদের।

গ্লাইডিং
সুইমিং এক একটি স্ফূর্তিরেখা
হাওয়া আর সাওয়ারে আনছে
ঠাণ্ডা বিয়ারের স্টোরেজ।
পোড়া এই বাদামী কফির যোনিগন্ধ
আগুন লাগায় হিম পাতাল দমকলে।

যারা লিখছে তারাও বে-ভিউ খেলছে,
হাতের মিনিজাল থেকে কবে সটকে পড়ছে
সোনালি ডানার স্যালমন!

সেইদিকে হারানো ট্যুরিস্টের মতো
তাকিয়ে আছে মৃদুবাংলা।
হাতে পালকি, হাতে শীতভোরের
নৌকা থামছে লাইব্রেরির

ক্যাটালগে।

নতুন লেখা

ভ্রমণ

ইশারার পেছনে দৌড়াই। শিকারির চোখ লাগাই।
এই খিরকি এই বদ্ধ দরোজার ব্রিজখেলা শেষ
নতুন আঙুরফলানো মুখ নতুন একটা ঘ্রাণের চরকি।
কালো একটা জন্মরেখা তোমার বুক, জলপাখি আঙুল
তার পিচ্ছিল বেয়ে গাছে গাছে অবাক চড়ুই!

দেয়ালের পাশ দিয়ে কতো নদী- ছলাৎ
কী আশ্চর্য! পৃথিবীর পাপেট শো আর
লম্বা লম্বা মেয়েগুলোর বিষণ্ন কদমগাছের
ক্যাটওয়াকের কথা মনেই থাকল না!
কোনো পূর্বাপর ছাড়াই এমন লাগল যে
জামালপুর থেকে আজিমপুর। বাহ!

কতদূর লঞ্চ কী বাস আবার কমলাপুরের রেল
এসব হাতে হাতে এক একটা কমলালেবু

গোল হয়ে ফিরে আসা- পৃথিবীর প্রথম।!

সূর্যস্থান

খোলস ছাড়িয়ে আরো রঙ লাগে
আরো একটি নতুন চামড়া
আরো সূর্যস্থানের ভেতর
লাল একটি তরমুজ তার শরীর তার
নতুন হৃদপিণ্ডের দিকে এগিয়ে
আসা পুরাতন মাকড়সা
ঝাঁ ঝাঁ

খাঁখাঁ ঠোঁট থেকে ঠোঁটে বিষ
হে বিষমাখা তলোয়ার তার লাল

পালিয়ে শেষ রাতের বিছানা ছেড়ে
আরো গভীর শয্যাস্থানে
কী এক তীর তিরপল, সাপ!

অপহরণের কলম চলে দূরে
ভেজা প্রহরীবেলায়
তার চোখ নিভিয়ে ইক্ষু আর গমক্ষেতে
চিরজীবীদের নতুন অ্যারোড্রাম।

শীতশিকারি

আরও সাতটা ট্রেন লিখে রাখি
আরও শূন্যস্থানে ব্রিজ আর বালি
শীতের মাফলার পুলওভার
সবগুলোর দরজা খোলা তো না-খোলা
এমন ধীরে গ্লাসডোর ঝুঁকে ঘোড়াশাল
ঘোড়াশাল
সবগুলোর ইঞ্জিন থেকে আমার হৃদপিণ্ড

ক্রমশ পাখি ও পরাগ ক্রমশ ফুল ফোটার আওয়াজ
ধুক ধুক কেঁপে উঠছে স্টেশন কেঁপে উঠছে পুলিশ
যে দিকেই দৌড়ে আসো আমার নাম ধরে
যে তুমি শীতশিকারি!

পরপার

কোথাও আর লেখা থাকছে না
এখানে চা পাওয়া যায়। চাক ভেঙ্গে
ব্লু বিউগল, চিকন নদী তার শুকনো স্তন
অপারেশন থিয়েটোরের টেবিল।

একটা কাগজি লেবুর সন্ধ্যা
সিগারেটের ভগ্নাংশ

তার দিকে হলুদ শাটল ট্রেন
মাঠে মাঠে সূর্যসিংহ মর্মর

দুই সিপাহি পতাকা কপালে
এমন নিয়মলেখা নিয়ম ছেড়ে
একটা দীর্ঘ শীতবাস
তার গ্রহ বদলের দস্তখত
দূরে ভাষা খোয়ানো মা

আমাকে আর চিনছে না!

টেক্সি

সম্প্রসারিত সাফারি
উড়াল উড়াল জন্ম- ঘুমিয়ে থাকার দেশ।
তার ম্যাপ তার বিজয়গাথা
হলুদ এই মেপলের গাছে।
ভেতরে সোনামনিদের দল
গন্ধ শুকছে দুপায়ের কিনারে
আদম না হাওয়া
থোকা থোকা জলপাই পড়ে
                বৃষ্টিমুখর ছাদে।

ঘুমশিশু
আগুন লেখে বরফমাখা পথে।
তাকে জাগাও তার করোটিতে ঢালো
অবিবাহিত বারবিদের দুধ।
এই পিঞ্জর এই বেবুন
                এই চাকাকয়েদি
শত দূর্গ, শত দালান ধরে আগায়
পৃথিবীর শেষ ডানার মেশিন। আর
দশটা রাত- তাঁবু ফেলে সিমেট্রির মাঠে।

সময়

আমার বাবা আর মা ঘুমায় কবরের পাশে
তার পাশে লম্বা ঝিলিম ঝিলিম গাছ
তার নীল পাখি তার শীর্ষে বাজে
ভাষা বদলের পাখোয়াজ।

ধুন শুনে বন্দুক ঘুমায়
নিরিবিলি তার বুট ও বুটলেস
তার থেকে আমার আমি আমার ছেলে
একটা আপেল একটা কাটা দাগ।
মাঝখানে তার মা তার বাবারে পায়
যেমন আমার বাবা আর আমার মা
আমার বাবা মা এমন করে ঘুমায়।

এই চক্রাকারের এই মাঝরাতের
পর্দা ঠেলে মায়ের শিশু
তার বাবার মেয়ে
আবার সকাল বেলায় দূর দেশের
ট্রেন করে একলা একলা রিক্সা।
আমার বাবার আমার আমি
আমার ছেলের
একটা বল তার শিশুর নামে একটা ফল
একটা বাসা বিছানায় কী গোল চমৎকার!

ফিলিস্তিন

(উৎসর্গ: সেই ছোট শিশুগুলো)

১
মা রুটি করে দিচ্ছে
খেলনা পুতুল, ট্রাইসাইকেল
ভাইয়ের হাতে আপেল
শীত লাগছে শাদা কালো পর্দায়।
আরো রাত হচ্ছে
বালিশ ঘেঁষে কেউ রক্ত মাপছে
কলিজার কাছে। আর

বিছানা ফলছে বিহ্বল ঘাসে ।

২
কবিতাই লিখছি!
একটি শব্দও বোমা হচ্ছে না
উড়ে গিয়ে লাগবে
হায়েনাদের গায়ে- এমন
অভিশাপও আর লাগছে না।
শুধু
ঘৃণার একটা টমাহক জাগছে
কবিতার গাছে।

গোপন চোখের ক্যামেরাগিরি

স্পেস

জলের ভেতরে জল ঢুববে
তুমি আমার কবরস্থানের চাঁদ
একলা একা ডাবের পাতা
তার ভেতরে সরল পানির দান।

তেমন কবেকার কোন বেলীকমলার ডাল
মুখোশ পড়িয়ে পিস্তল করে দাও।
আমার গ্রামের বাড়ি লম্বা গলার জিরাফ
তার শান্ত গাবডাল পাতাউড়ানির শ্বাস
পুকুর ঘাটে রৌদ্র শুকায় কুমির ও সাপ।

তাদের স্বল্প বিহার- লক্ষ্য রাখে মাঝি
পানির ভেতরে পাল উড়ায় কোন নদীর দরবেশ!
জল বিদ্যুৎ জল তরবারি আরবি
মায়া রাখে কোমর থেকে ফিনকিমারা রক্তে।
যদি বোঝ এই দম এই ইশারা
তুমি ধরা দেবে নাকি? নাকি পিছলা কৈ হয়ে
চলে যাবে যেমন সব সময় চলে যাও
শূন্য হয়ে শূন্যস্থানে।
আমার ডানা পড়বে রক্ত ঝরবে
আজীবন খেলা চলে খেলাস্থান
খেলুড়ে স্পেসে।

চোখ

কিছু মাছ খেলছে চিকন এই লেকে। তার গভীর অগভীর বিভঙ্গ নকটার্ন।
নীল নীলুফার স্রোত আহা কি গান! ধরতে পারি না এতকাল ধরা না ধরার
মাঝখানে শ্রীনিধি স্টেশন।
ওপার থেকে মা ডাকে, মায়ের সাদা কবুতর, দূরে বহুদূরে দ্বীপদেশের হেলিয়েট্রপ।
তবু ফিরে আসি নাম করে সারারাত, থেমে থেমে পাই না পাই কিনার গতকাল বা পরশুর।
শুধু পুচ্ছ ধরে ছায়াহারানো মায়াসাঁতার। ঢেউ ধরে মধ্যপানির ইগলুবিছানা খড় একাকার।
দুই দাগ এক না হওয়ার, এমন কিছু ডিম ভেসে ভেসে জনাকতক চোর ও ডাকাত।

ভেতরে ইঞ্জিনের বাতাস চুপি চুপি। হারমোনিয়ামে জাল ধরার ট্রি ট্রি ।
প্রতিভা যাচাইয়ের আজ কি শেষ কাল! আমার বিলম্বিত উপচোখ মল বা
মখমল তাঁবুরঙ কচুরিপানায়। তুমি মাছের নামে পলায়ন করো আর
ধরে আনো সংসার করার কুহক কাহিনি। শীত থেকে বসন্তে এই মাছ
জল ছেড়ে আর কূলে উঠবে না কখনো, জানি।

ছায়া

তাকে সেলাই করে জানো। না হয় কেউ বাতাসে দৌঁড়ায়
আলগা, জলস্বাধীন। এই ট্রান্সপারেন্ট দেখা না দেখার
আপ-হিলের রাস্তা- কত মাধ্যম কত কায়ার কয়েন।
সেই আগমন, তুমি দ্বিতীয় যীশু বলে ডাকো।
উপত্যকা বেয়ে কেউ তোমার দিকেই আসছে।
খুন করবে সিজারের বিম্ব। তাই প্রিয় জুডাস তুমি
দূর প্রার্থনার গাছ।

আলো নাচছে মুখে। ছড়িয়ে দিয়েছি গুপ্ত সন্ত্রাস অন্ধকার পথে।
যেমন আমার কথামতো প্রতিরাতেই তুমি দুই কায়া আর ছায়া
উপচে পড়া গ্লাসে। আর ঘুমানো মাছের মতো
এইসব কথা গোপনে শত্রুকে এস এম এস করো।

ভিড়

এত মুখ এতগুলো জাম্পার, তবু কারো সেলাই মিলছে না।
জিহ্বা উঁচিয়ে সীমানা দেখছে- ঘাড়ে ঘাড়ে লুকানো বেজি ও সাপ।
সমস্ত নাম দিয়ে নামব্রিজ তুমি আমি এপার ওপার
টেম্পো ট্রলার মালগাড়ি তেড়ে আসছে জাহাজদিনের ডাক।

কারো নেমলিস্ট মিলছে না- জড়ো হওয়ার এক সাথে এই রূপকথার
সেদ্ধ তরমুজ, ফলের কাবাব। যে সকাল, যে হারানো মেহগনি
তার বাতাস থেকে একটি মাছি আকাশ ভেদ করা ডেগার।
মাছি শেখায় পালানো নোভা। উড়তে উড়তে তোমার নাকের
মাঝখানটায় গন্ধ নিয়ে শুনি- হাড়ের ভেতর ছাই হয়ে আছে
মমতা দিনের হলিডে রিহাব।

সাইলেন্ট ইজ গোল্ডেন

যা না বললে বলার মতো ইশারার আলোস্বর
আমার মুখ দিয়ে হরিণ একটা পালিয়ে বাঁচে শিকারির
দূরদেশ, জঙ্গল। মেলায় মেলায় তুমি আলাপ ধরো।
আমার দিয়াশলাই কাঁপে নীল জাম্পারের এহতেকাফে
শান্ত পুকুর বালি ও বালিট্র্যাপ।

না শোনা কথা, পালিয়ে পালিয়ে আরো খুনের রাস্তা অর্কিড,
মালবেরির দোকান। তার থেকে তৈরি না-কেনা রঙ
আরো বন্দুক পিস্তল। এসব ফোটা না-ফোটা আগুন কার দিকে
ঘুম হয়ে, ঘরে ঘরে লালে লাল তরমুজ ।

তুমি থাকো না থাকো, ছায়ার মত গাছ থেকে গাছে
গাছের জিহ্বা দিয়ে চেখে খায় তোমার আমার ঘর।
তাকে আমরা ভাষা বলি যাই বলি, এই শব্দদমকল
নেভাতে পারবে না গোপন প্রেমিকের জ্বলে ওঠা
বাঘ, বাগেশ্বর।

মনে কর প্রথম বিবাহের না-বলা কথা
দুই উরুর মাঝখান দিয়ে গলে যাওয়া জলপারদ।

নিউজপেপার
(সাভার ট্রাজেডি ২০১৩ স্মরণে)

লজ্জাস্থানে বসে পড়ো।
খুনি মাছিরা দূর থেকে এগুলো দেখছে
তারপিন মাখানো মুখ, হাড়ের ক্যালসিয়াম
আকস্মিক জিন-দুর্ঘটনা
তার সাস্থ্যবান অতীত। সন্ধ্যার বাদামি রেস্তোরার দিল
দিলরুবার ওড়নার ফাঁক দিয়ে এসব আসামিছায়া।

কায়দা করে
লাল এই গ্রাফাইট ফ্লোরে কোনো এক বাঘ এসে
জঙ্গল জু জু খেলছে। যারা শুয়ে আছে
তাদের ঝিম মুখের ম্যাপ ধরে শ্রেণীপ্রপাতের
অ্যানাটমি। অন্ধ হলে না হয় এই মমিপড়া নিহতব্যবস্থা
থেকে দূরে থাকতাম।
আস্তে আস্তে চোখের উইঢিবি
আর বুকের জলবিচ ঘোড়ার রেস, এসব শূন্যমায়া নিয়ে
সরে পড়তাম। আজ ভুলে যাওয়া সরাইখানা থেকে উঠে এসেছি

কত দালান ধ্বসে পড়লে আমার ভাষায় শেকল পরবে?

মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম

ব্যাঙের তালে তালে বিবাহবাড়ির হলুদ বাজনা
বাজার ঠাণ্ডা উড়োজাহাজের জানালা থেকে

দেখা পৃথিবীর এই পালানো পুচ্ছপালোয়ান
এই চূর্ণ মাধ্যাকর্ষণ মেঘপ্রতিষ্ঠান,
এই হালকা হাড়ের বেলুন ফুটিয়ে বাড়ির পেছনে
ক্লথলাইনে ছড়ানো মায়ের সাদা একটা শাড়ি

টেক্সিশহর, শীতপেট্রলের হিস হিসানি
নুয়ে পড়া বান্ধবীর হলুদ মাছি, জেলিফিস

এই শাদা মানুষের তরল ঘোড়ারেস,
গাইডমুখর টেবিলে- রক্তপিচ্ছিল কাগজের
ভেতর দিয়ে আমার ছেলে দেখছে- বাবা
ধীরে ধীরে মথ হয়ে উঠছে সন্ধ্যার জগিং-এ।

ইমিগ্রেন্ট

আর একটা মুখ ঢুকিয়ে দেবে
মরা হাত পা মোজা, কলমগাছের পাতা
একটা লম্বা মমিকাঠ, তার ধীর
অবহেলা গজিয়ে উঠবে এই
কাঁচা কফিবাতাসে ।

মাইম ভাষায় কথা চলবে
হাজার বাল্বের লাইট, সাদা মানুষের দোকান
বিচবালি ঢুকবে বিহ্বল এই বাদামি চামড়ায়।
মোশন মোশন ভারি এই আকাশ
লোহার জ্যাকেট লিখে ঢুকিয়ে দেবে
শিকারিদের ওঠানামায়।
তারপর বৃষ্টি না কান্না
বৃষ্টি কান্নার ব্যবধান গুচিয়ে দেবে লম্বা লাইন
পাতাল দেশের এক রক্তকাতর ঝুমসিনেমা।

সীমান্ত

ওপার বাংলার কবিদের নাম পড়লে
আমার কেন জানি সেই হারিয়ে যাওয়া বদ্ধ
একটা বাড়ি, একটু একটু জলভেজা হেমন্ত
মান্না, কুল নাই কিনারা নাই
সাত সকালে
আবার হবে যে দেখা বা নিদেন পক্ষে কফি হাউস।

তার ধোঁয়া ভেঙ্গে মহসিন হলের ক্যান্টিন
আমি আর নাসির জং ধরা রুটি আর রাইফেল
খেয়ে খেয়ে আবার লাল নীল মার্বেল পাথর
গড়িয়ে চলছি হারিয়ে পাশ করার কায়দা করছি।

আমার তখন বেশ কোলকাতা দেখতে ইচ্ছে করে
বা অন্তত পক্ষে একটা হাওরা স্টেশন এমন
একটি পাগল পাজামা খুলে
হা্ওয়ার মধ্যে কেবল দৌড়াচ্ছে তেমন।
আর একটা প্রশ্ন -কলকাতা তাহলে কী বলো?
সে কি লম্বা দাড়ির রবীন্দ্রনাথ? কলতলা থেকে
ঠাণ্ডা পানি ঢালছে পানি ঢালছে আর একদিন
তার থেকে পৃথক হয়ে পড়ছে এই পারের
সব ভাষাগাছ।

ডালিমেরা

প্রসারিত ডালিম গাছের দিকে তাকাই
তার পাতা থেকে নকটার্নের প্যারাসুট-
ঢেকে দিচ্ছে পরগাছার ছায়াকোলন।
ডালিমের গন্ধে একটি ভাষা
একটি ডাইনামিক্সের অ্যারোমাগাড়ি
জল ফুলিয়ে কুয়োকাটা মাছটি আর ধরছে না।
মেয়ে ডাকছে মুখ তুলে ট্রেন থেকে ট্রেনে
লোহাসিঁড়ি, ডাকাত থেকে আরো ডাকাত
পয়সা আনবে গা আর গ্রামঘর বেঁচে।

ছেলেরা মাইম ভাষায় চিঠি লিখছে
এমন কথা এমন বাক্সবন্দি সিনেমাহল
শত ঠাণ্ডা সী-বিচ আর শক্ত গাছের ভাসবিয়ালি।
রাতের পারগোলা থেকে কচি আঙুলের ডালিম
আমাকে আব্বা আব্বা কি আর ডাকবে না!

স্ত্রী

লতাপাতা জড়িয়ে ভূমিষ্ট হচ্ছে।
তার গায়ের রক্তক্লেদ এই গর্ভকাটালের
ওডিসি- কার কথা মনে করিয়ে দেয়?
ধ্বংসজাহাজ?
পাতার ভেতরে মায়ের শেষ নিঃশ্বাস?

এই ভূ-গোলার্ধের পরও আরো মহাদেশ জাগে
আরো গুপ্ত ঝরনা ডাকাতদেরকে খোঁজে,
সেই ট্র্যাকিং চিহ্ন লেগে আছে ড্রাইভিং সীটে।
তার সেই জন্মকথা তুমি শুনিতে কি পাও?
হে অর্ধাঙ্গিনী, হে বালখিল্য, বিচপরিখার কুমারী!

কবির স্ত্রী তুমি- কোন মুখের দিকে তাকিয়ে
সন্তান গ্রহণের ব্রেইলভাষা শিখছ?

##
তাকে কফিনবন্দি করো, বরফে দাও
এই হীরক পানির সিওয়েজে সে নিদ্রা পাক।
দেখুক কীভাবে সারাঘর জঙ্গল হয়ে উঠছে
কীভাবে বিছানা বাসনে বিউটি বক্সের পিঞ্জরে
ডোলকলমী পাইনপাতা লতিয়ে ধরছে শ্বাস।
টেলিফোনের তার দিয়ে এক উলঙ্গ ভোর
এক নিদ্রাকাতর সৌরটেক্সি ডিকোড করে আনছে
পাতাল দেশের পেসেঞ্জার। দেখুক কারা মিছিল করছে
কারা বাক্যব্যাধ নিয়ে খুন করছে কাপালিকের শূন্যস্থান।
আর একটি ম্যাজিক বায়স্কোপ বানিয়ে রাখছে
দুই আঙুলের মাঝখানে।

বনি আদম

আপেল কাটার মুহূর্তে মায়ের সবটুকুই দেখা হলো।
তার কুমারী মুখ, তার ভীরু কাতর নীল চোখ। আহা!
আর ঐ যে মায়াবী সাপটা। ঐ যে ভাষাসমেত, আস্তে
আস্তে মায়ের পেটের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া
হিস... হিস... হিস হিসা... নি

বাঁকা
রাস্তা।

আমার ভাইয়েরাও কেমন! একটি চোখের জন্য রক্ত ঝরালো
পৃথিবীতে প্রথম! সে কথা কি বোন আকলিমাও জানত?
নাড়ায় আগুন দিতে দিতে, তার আঙুল বেয়ে যখন ঝরে
পড়ছিল পৃথিবীর প্রথম বাসরবিন্দু। সে কি জানত
একটি না পাওয়ার বেদনা কীভাবে ছোট একটা
খুনাখুনির ঘটনা হবে!

বাবা আদম ততক্ষণে জলসেচ করে ঘরে ফিরছে।
বাড়ি বাড়ি নদীপিচ্ছিল, ঘনায়মান সন্ধ্যা।

ভাষা

রুটি করতে করতে মা-ভাষায় আর পারছি না
আরো চুলো আরো চুম্বনরেখা, কম্পন জ্বালানিস্তর
কা করছে বাঁশপাতার বুলবুলিতে। তাকে ছিলিম
দুই পায়ের এই বরফঘরের জানালা।
আর কাকে খুঁজি ওমের নেশায়
ছিন্ন নাড়িকাটা কয়েদিপাড়ায়?

যারা আসে তাদের নাম ভুলে
একলা এক শিরীষগাছ কানাকানি করে।
তার পাতা থেকে স্টিলব্রিজ আর
বোকা মোনালিসা!
তখন নিজ ঘর খুঁজে মায়ের দিকে যেতেই
শধু একটা অচেনা বাক্যফল ঝরতে দেখা যায়
গাড়ির ভোঁ আর রেসকোর্সের নকল ঘোড়ায়।

##

কয়েদ হয়ে আছো
না বললে বোঝই না যে আমি কী ভাবছি
আর কি সহজে তোমার পিঠে সমুদ্র চড়াই!
যে ভাষা তুমি গুছিয়ে বলো তার চেয়ে আরো
চূর্ণ রুস্তম, সিপাহসালার দম মারে বুকে।
এই যে ঝুম করছ এই যে তোমার গলা দুলছে
তোমার লাল
তোমার কম্পন থেকে একটি খোরগোশ একটি
পড়ন্ত রৌদ্রের পলাশী। আমি কীভাবে লিখি?

তুমি ডালিম গাছ করো চাঁদে, দাক্ষিণ্য দেখাও।
এই হাতে গন্ধ ফোটে, এই চোখের গুপ্ত মিনার ধরে
একটি বোবা সুরঙ্গ চলে যায় জুপিটারের কাঁধে।
আমি কোনো লিখাই দেখতে পাই না
এইসব ঘুমিয়ে থাকা পিপুল সারির মাথায়!
আমার কিছুই অক্ষর ধরে আগায় না, যেমন

সিনামায় দৌড়ানো তীরবিদ্ধ হাতি, বেয়নেটে গাঁথা
হলুদ স্কুলের ছেলেমেয়েদের শেষ সমাধি।
সব কথা ঝুলতে থাকে- তোমার সাইকেল থেকে
ক্রমশ সাদা হাঁস হয়ে যাওয়া- সন্ধ্যার রাস্তাগুলি!

কবিতাভাবনা

লাফিয়ে উঠছে লাল মোরগ বিনা বাতাসে
মরা মানুষের মুখ থেকে জীবিতের বাড়ি
ঝোল,কেরুয়া, তিল তেলাপিয়া।
আর গোসল শব্দে পাজামার গন্ধ
এমন স্ত্রীবিহীন কাঠ শহরে

রক্ত লাইলাক তুমি!

শুধু মুদ্রা হয়ে চলো। প্রজাপতির বদলে কয়েন,
গমের রুটি, এইসব হাতের হাওয়া, মশগুল।
লোহার হাতল ধরে, লটকে পড়া হতভম্ব শেয়ালেরা
ফিরে আসে সুর্যতরুণ সন্ধ্যার বিচে।

তবুও আঙুর ফল টক!

এই শীতে

ক্লান্ত একটি যবনিকা বুট জুতার ভেতর
মচ মচ হাঁটার শিল্পে সঙ্গম ধারণা অবিরত।
বিউটি পারলারে বড় স্তনের পোস্টার দেখে দেখে
কবিতার ভেতরে সারারাত লাল মোরগের ওঠানামা!

আপেল ফলের স্তন

পাতায় ভরে দাও আর জুকিনি লেখো।
এই লিঙ্গস্থান থেকে বেড়িয়ে পড়ুক লাল লালচে
স্ট্রবেরিদের জড়োকা।
এই ক্যালেণ্ডার এই দূরাচারি
দুশমন- অর্কিড করে জাগুক চেঙ্গিসের আগুনে!
আমার অন্ধলেখা--এই না-যাওয়া শহরে
ট্র্যাক করে লিখে রাখি- আপেল ফলের স্তন।

কার কাছে পত্র লিখেছি কার প্রস্থানের পর
দিকে দিকে লম্বা ঝুঁটি, তুণের লাল!
এই চুল, চুলের লজ্জাগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে
ক্লান্ত সহিসের ঘুমে। তার
ইশারা পেয়ে উঠে গেছি নবম সিম্ফনিতে।
আমার এত হাজির, এত ছুটে আসা
মাছি মখমলের দিন, সিংহ দরোজা বাজেয়াপ্ত করো
আর মাটিসিন্দুকে অগ্রাধিকার দাও ব্যাঙ-ছাতাদের।

গোপন

এমনভাবে রক্তপাতের কথা লিখছি, যে তুমি মনে করবে
আমি গোলাপই ভাবছি। আমার এই রাত্রির ট্রেঞ্চ
এই ভাতৃখুন তুমি দেখতেই পাবে না! কারণ আমার সকল
কথাতেই একটা নিঝুম পর্দা থাকে আর একটা মায়া-হারমোনিয়াম
কাগজের প্রথম ভাগেই নেমে এসে সা-রে-গা-মা করে।

তুমি মনে করো আমি গান ধরছি আমার গলা বাকবাকুম করে
ঝিম একটা প্রস্তরআকাশে মেঘদূত করছে! আর একটা নুয়ে পড়া
সন্তানসম্ভবা লেবুগাছ কি তুমি দেখনি? যেদিন আমার প্রথম
অভিবাসন হলো, যেদিন একটা নতুন আয়না গজালো ভ্রু-পল্লবে!

এমন অপরাধহীন হারাকিরি ট্রেনের চাকার নিচে, এমন খালি
গায়ে শুয়েপড়ার জলছবি! এসব না ভাবলে পলাশী আর পানিপথ
আমি কীভাবে লিখতাম? কীভাবে লিখতাম কবরস্থানের কাছে সেই
দুটি যীশুগাছ, আর নিরর্থ বাণিজ্যভাষা ঘুমিয়ে থাকা কচ্ছপের কাছে!

ডিম্বানু

মাথা দিয়ে বসে থাকি
শুর জাগছে বন্ধমুখ, শূন্য হাবিলিতে।
প্রাণ প্রসারমান। দিকে দিকে চুক চুক
পিপাসাকলোন। শিকড় তোমার ভেতর জবাকেশর
বট নিমের তিতগাছ। নিদেশে কার্পাস মলাট
দুলছে গ্রীকদেবীদের খোরাশান।
তাদের স্তনের বুটিক সক্রেটিসের হেমলক,
পেয়ালায় চাঁদবোতল- শীত ব্রোথেলের নকটার্ণ
পাহারা দিচ্ছে রাতের ডাকাত-
চাঁদসিপাহির জাগুয়ার।

দিব্য বন্দুক, দিব্য জলযান পরিখা
রক্ত চুষে কোন সেনপুরিদের রাক্ষস!
আমার মন, আমার কলম মিলন চায় শুধু-
চুম্বন যদি না দাও এই গর্ভদিনে
বাল্মীকিদের ককুন হয়ে উঠুক
তোমার ছড়ানো মাংস, গুলিস্তা।
রাতভোরে- পাখি উড়ে গেলে তুমি টের পাও
অন্ধকারে কবিতাকচ্ছপ ডানা মেলছে
লুকানো ডিম্বানুতে।

হাওয়া ও হানাদার

জানালা

রেলপাটাতনে পা রাখছি
গুতুম গুতুম করে উঠছে রেল্লায়ুধারা
চুম্বক।
এই স্টিলক্যাম্পাস
এই রাইফেল হ্যামারের বুক ছিঁড়ে
মানসূর্যের যমজ। ডুবে মরছে
নৈশ যাত্রীদের হলিডে কেবিন।
তাদের মোরগঘড়ি দূর জুপিটারের আলো
চোখ গলে হানা দিচ্ছে গুপ্ত সিনা-
গোলাপখানা সকালের অ্যাম্বুশ।

জানালার বাইরে আলোট্রাম নেমে এলে
ধোঁয়ার চুল ধরে ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠছে
রেলে চাপা সাপের- বাঁচাও বাঁচাও চোখ।

হানাদার

ফুল থেকে ঝরে পড়ছে শীত।
শীতের কিরিচ সরিয়ে
ব্রিজ পেরিয়ে কুয়াশালেখায় ঘাসের ঘুম-
জলকাকলি।
আস্তে আস্তে সংসার হচ্ছে
চাদর আর আদরে পাখা উঠছে
লুপ্ত শিকারীর ছায়া।
ফেলে যাওয়া কোহিনূর দেখে
মেঘশিশু হয়ে ফিরছে
হারিয়ে যাওয়া পায়রা।

চোখ থেকে চোখে বোঁটা জাগানোর গন্ধে
পাখি আর পাহাড়ের ঘুম আসে না।

সেই অবহেলায়-
পাপড়ি আর পাজামার মধ্যন্তর দিয়ে
তরবারী হয়ে ঢুকল হানাদারের আঙুল।

সম্পর্ক

শিমফুলে লুটিয়ে আছে প্রজাপতি
আমাকে তুমি তেমন শিম তো ভাব না!
শুধু পুলিশ পুলিশ সাজে খুঁজে বেড়াও
সূর্যের মাতাল।
আশা কর
সবুজের হাতল ধরে কখন চলে আসে
তোমার হারানো বাচ্চারা।
সেই আশায় গাড়ি থামিয়ে উঠে গেছি
হাসপাতালের করিডোরে।
হলুদ রিবনফুলের হাসপাতাল
মাথায় মাথায় ছুরি বাজানোর শব্দে-
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আছে
শান্ত এতিমখানা।

রোদ

ঘাড় থেকে ঘাড়ে বিকেলবেলার রৌদ্র
রৌদ্র সরালে বাঘখচিত পোশাক।
যারা দৌড়ায় তাদের পাকস্থলী বেয়ে
শিকার হরিণের স্বাস্থ্য।
দূরে
মাঠে থেকে মাঠে ব্যবহারকারীর তাঁবু
পুড়ে যাওয়া হরিণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
শেষ বিকালের সুলতান!
যারা খবর আনছে তাদের পুতুলে
কবরখানার দাগ। বাতি নিভে গেলে
এক টকুরো হিংসা জ্বালিয়ে দিচ্ছে
নিভে যাওয়া ছাই।

হিংসা

চিঠি পেয়ে বন্দুক নামিয়ে রেখছ
হত্যা শেষে
ঘরে ফিরে আসে লম্বা দাঁতের সৈনিক।
তার হাতে চম্পা, হাতে সেনাপতির ফুল
সেই দানের গান জমল আগুয়ান টমাহকে।

কী বৃষ্টি কী ছাই, পরদেশ দখল, লুণ্ঠন
মাতৃসদনে পড়ে থাকল হেমন্তকালের
সেবিকা।
লাইনে দাঁড়ানোর সময়
কামানের চোখ হয়ে
গোলা ছুঁড়ল স্কুলমাঠের প্রাথমিকেরা।

সীমানা

জিপার জিপার বলে ধরছ যে কমর
তারও তো থীন লাইন আছে।
তারও
গোপন প্রেমিক থাকে সীমানার ওপারে।

ঘনিষ্ঠ হও- লালে হাত রেখে বোঝ
সেখানেও কার্তুজ খুলে ঘুমায় সৈনিকেরা।
এই প্রেম এই শীতের মোজায়
মমিঘর বিষ বিছানা তোমার।
সোনার পালঙ্ক ঘেঁষে বিচ জাগে,
সমুদ্রসাধক ঘর করে পৃথিবীর শেষ বালিলেখায়।
একটি নৌকার দরজা খুলে
পড়ে থাকে মায়াযোনির রাক্ষস।

হাওয়া

জলে ফেলে রেখছ চোখ।
শিকারি বদলায়
ঘুম ছেড়ে স্রোতে নামে স্মৃতিভ্রষ্ট মাছেরা।
এই মাছধরা খেলা, এই এয়ারপোর্ট
রানওয়ে ঘেঁষে
শীতের জাহাজ হয়ে ফিরে আসে
এয়ার হোস্টেজের ঘুমন্ত স্বদেশ।

তার দু'চোখ তার ঘাড়ের এই রূপবল্লম
কার কলিজা চূর্ণ করে মেঘের বল্কলে!
নিচে
ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে বালকবেলার মাঝি
একদিন জল ভেদ করে জাগবে
হারিয়ে যাওয়া মায়েদের তিমি।

রাত

গোল বসে আছি ভিক্ষু শাওলীন
সামনে ডিনার টেবিল সামনে
থোকা থোকা রসনাচূর্ণ
সাপ হয়ে ঢুকে যাচ্ছে খালি বর্তুলে।

কাচের হাতল ধরে একটু একটু শীত
একটু একটু মরাকটাল চন্দ্র
তিতির পালায় আদমের বাগানে।

রাত হয়ে ফেরি করছি ঝুলে থাকা আঙুর।
তাই দেখে মদের পিপাসা লাগে
জয়তুন আর জাফরানে।
গন্ধ গন্ধ ভেবে ফিরে আসে মাছিরা
আজ ডিনার টেবিল আজ এই ওভাল কয়েদিখানা!
সাদা সাদা
হাঁস ধরে উড়ে যাবো কোথাকার কোন মোঘল!

ক্যাম্পিং

পাগল ভ্রমণে যাবে
ভ্রমণকারীর নেশা বুক আর বোতামে
ছুরি হয়ে ঢুকছে উড়াল মন
টায়ারে, চাকায়।

হাত গলে পড়ে যায় গানপাওয়া রাস্তা
দিকে দিকে আয়নাপাখি
শ্রান্ত কাক চড়ুই, সোনামনিরা
গোলাপ পরাগ জমে আছে সাইকেলের চাকতি।

ঘুম আসছে কি আসছে না
এই দূর যাওয়া গাড়িতে গেঁথে উঠল সূর্য।
তার আলোয় কাকে পৃথিবী করব
কাকে ব্লির্জাড করে চিনিয়ে দেব বরফের মাতাল।
রাত্রি হয়ে ফিরে আসছি-
ঘরে কেবিনে আপেল আর আঙুলে
মোম হয়ে জ্বলে উঠল শেষ তাঁবুর চাঁদ।

ঈভলিনের শহর ও অন্যান্য সম্পর্ক

জগিং

সোনার পাতা গুঁড়িয়ে দেবার মুহূর্তে
পৃথিবীতে জলের ধারণা হলো।
সেই ভরসায়
তোমার চোখ থেকে চোখে তাকালাম।
এই প্রথম

উড়তে

উড়তে

নাম না-জানা পাহাড়ে পাখি হয়ে আছো।
মেঘ থেকে মেঘে ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে
জড়ো করে রাখছো বরফ হয়ে থাকা জলগুলি।

পিকনিক

পিকনিক শেষে এগিয়ে আসলো ঈভলিন।
কোয়ার্ক কোয়ার্ক শব্দের সাথে ’ইউ আর বিউটিফুল!’
অন্ধকারে একাকার চুল ও ঝরনা।
হঠাৎ গাড়ী ভেঙ্গে
’ইউ আর বিউটিফুল’ গাইতে
গাইতে
যেভাবে পাটাতন থেকে লাফিয়ে পড়ল জেমস ব্লাণ্ড
সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো গানই দেখি নি।
ঈভলিন তো আরো নাদান।

হাসি মুখে ক্লান্ত চোখে
পেছনের মাফলার থেকে বের হওয়া
ধুঁয়োর পাল থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল
সন্ধ্যাখামারের খোরগোশ।

ডি -ট্যুর

নতুন বানানো স্টেশন
হলুদ দাগে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়া
পর করার সীমানা, খবরের কাগজে ক্রমশ
না-জাগা সূর্য।
স্টেশনে থাকা যাত্রী
টিকেট করা না-যাত্রী
আরো ধীর পায়ে অধীরে
ডি-ট্যুর করা পায়ের কাছে পাখি
বাঁধা হাঁস, মার্বেল সিঁড়িগলি।

লাল নীল হারানো মোজা উন্নত নত শির
আকারের আড়ালে আরো নিরাকার
আরো সংগীত।
নিতম্ব অটো ট্র্যাম্পোলিন, লাফিয়ে চলা হরিণ
এইসব দেখা রোজ রোজ
নতুন বানানো স্টেশন
আগের সুরত আর পায় না।

কমলা

হাসপাতাল থেকে অচেনা প্রতিবেশি
৩নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের পাজামা
পুলঅভারের ছায়া মেশিন
ভাড়া করা সিনেমা
রাত্রি শেষ না-হওয়ার হাইডওয়ে
নিঝুম নিরালা।
মাঝখানে শাদা পোশাকের ভাষা
ভাষাহীন যন্ত্র।
হঠাৎ
তাকিয়ে আছে কমলার ছিলকা।
সবুজ রঙের রৌদ্র গলে আসছে রোগীটির চোখ থেকে
যে গাছে পাতা তার সর্বনাশ শীর্ষে জেনে
একা থাকার ব্যথায় জানালা থেকে

এক টুকরো ক্যামেলিয়া ।
পরপারের ঠিকানা গুগোল ম্যাপে
আর হয় না।

ইভলিনের শহরে রাত তিনটা

রাত্রি লিখে রাখে সবকিছু
এই খোলা ঠ্যাং, ডানা, জিন পরী
উড়াল
ঘাম থেকে শ্যানেলের বন, জঙ্গল মহুয়া
জঙ্গলের মনি ও মুক্তা জমে
লোম আর পিপাসায়।
হাজারো অপেরা
লুকোনোর কিছুই নেই লুকিয়ে পড়ায়
সেনা ক্রমাগত গেরিলা
মুখে অমুখে যে যার আপন, আসছে অন্য মুখেরা-
আস্তে আস্তে
বন্ধনের ভার কাটাতাঁর পেরিয়ে
বর্বন ডিবানে মধ্যরাত্রির পরিখা।
তার সাথে
ভেসে থাকা ছায়া ছায়াদের ওঠানামা
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে কার বিজয়লেখা উড়ছে।

টেবিলের আয়নায় ভিক্টোরিয়ার ফেনায়
যারা ঝুলছে নক্ষত্রের ভাবনায়
তাদের হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা শুয়ে আছে কোন
কোকাকোলার ছাদে।

কালো গাড়ি

শেষ রাইফেলের কার্তুজ নিয়ে
বেরিয়ে পড়ছে শত্রু
এস এম এস করো ভাড়া করা খুনি।
তার হলিডে বোটে সূর্যমাছগুলি

পুড়িয়ে মারো ফেলে যাওয়া রানীদের
শেষ রাবারের দানি।

দরোজা খুলে
তেরছা কোনো বীর ঢুকে পড়ছে আপেল বাগানে।
ধরো তাকে, নিখোঁজ করে আনো
সেই অপরূপ ঘোড়ারা।

কারা থাকে, না থাকে সবকিছু
ঝেঁকে ধরছে ট্রো ট্রা ইন্ট্রানেটে।
নিহত হওয়ার আগে লাল আঙুরের রস
চোখ বেয়ে পড়ে
দাঁড়িয়ে পড়া ইঞ্জিন থেকে
গড়িয়ে পড়ছে কফিনের সব গোলাপ।

বালিলেখা

কিনারে ডোবা সূর্য, না-ডোবা সূর্য
হাতে এক ও অনেকগুলি লালচে আকার
পড়ন্ত
পয়সা ও চাকতি, ডাবের পানি।

এই মুখরিত বালি, বালিলেখা
তার বুকে ছড়িয়ে পড়া
খাঁজ ভেঙ্গে ঘর পালানো কাঁকড়ারা
কামড় দেবে কি দেবে না

ফিশ আর চিপসের পোড়া গন্ধে
সেই নীল ছোট জামা, না-থাকা জামা
সেই গোল বলের মতো ট্র্যাক করা
স্তনগুলি
কীভাবে সমুদ্র গিলছে!

বারবিকিউ

ওল্ড মোগো টাউনে পোড়া মাংস মুখে দিতে দিতে
হরিণীরা আরো উজ্জ্বল।
তাদের ঘাড় বেঁকে
গাঢ় বনে সূর্য না আসলেও
সকালগুলি হানা দিচ্ছে
বন্ধুদের বাথরুমে।

স্বপ্নে পাওয়া কাপড়
কাপড়ের আয়না থেকে বান্ধবীর নিপল!
আহা যারা স্বাদ পায় তারা
পথহারা জিরাফের দাগ দেখে
আফ্রিকার জু-তে যায়।
হাত বদল করে যারা হাঁটছে তাদের অন্ধ পেরিয়ে
আরো ম্যাজিক জানালা খুলছে কয়লায় আগুনে।
দূরে
হারিয়ে যাওয়া একটি রোদের রঙ
আর একটির মতো হয় না।

মিউজিক

গান শুনতে শুনতে ধ্যান করছে ঈভলিন।
ব্রেকফাস্ট আর ডিনারে মোরগের ঝুঁটিতে
গিটারের ভাষা শূন্যতায় শত শহীদে।
যত রঙ তত মুখ উড়ে
চেনা আর অচেনার গাঙচিলে।
ট্র্যাক থেকে
ডি- ট্র্যাকে গানে পাগল
দমমারা পাখি ও শিকারি।

ফুল ও ফলতো ছিল আগেই কারো বাগানে
এখন কান থেকে কানে মিউজিকে দোয়া করছে
চোখ বুঁজে- ইমামের ভঙ্গিতে।
সেই গানে কোন যীশু ফিরে আসছে

রাস্তা আর গাড়িতে।
গান শোনে নিরুদ্দেশ বিকেলবেলার মায়েরা
শিশুগুলি নাইবা ফুটল হাসপাতালে
ডেলিভারি দিনে।

সবুজ ট্রেন

শীতট্রেন সবুজে এক চক্কর দুই চক্কর
হুর রে সেন্ট্রাল আর মিউজিয়ামে।
ঘুরে ঘুরে ভেতরে বিড়ালের
মিউ থেকে মিউ-এ
একাকি জলরাস্তা সেতারে
আর হোটেলে
মেয়েদের কফিনে হিংসা ভালোবাসা।

শাদা মর্বেল হয়ে লাগেজ আর কটেজে
এই হলিডে ভ্রমণ এই শ্রমণের আশা
পাশাপাশি
জামা ভেদ করা জাগা অজগর
অজগরে যোগাযোগহীন প্রেম ঘরে ঘরে।

ঈভলিন জানে সব
তাই পাতাল ট্রেনের কাচ ভেঙ্গে
আরো পাতালে যেদিকে এশিয়া আফ্রিকায়,
শান্তি চড়িয়ে ভাত ঝরছে চুলো থেকে
সেদিকে ঈভলিন গিটার বাজিয়ে শোনে-
শেষ আগুনের চিহ্গুলি কোন মহাদেশের ঘোড়া!

ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে

ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে
এই লাল সবুজ গোল শস্যভাণ্ডার
খালি শরীরে নেমে এসেছে আমার নাভিবিন্দুতে।
বাংলাদেশ হলে আমি এমন আপেলদানা
শুধু কল্পনাই করতাম!
আর বার বার পাশের ধনি ছেলেটার টিফিন বাক্স থেকে
কাটা আপেলের হাতগুলি দেখতাম।

আজ এই ক্রমশ আপেলপাতায় বউ আর
বান্ধবীরা যেভাবে উঁৎ পেতে আছে-
ওরা না যেন মেশিন আর মেহফিলের কথা ভুলে যায়!
ভাবছি ঘন সবুজ মিনারের নামে কখন শিকারি আসে
আর ছিনতাই করে নিয়ে যায় আমার প্রথম
বিদেশি হওয়ার গল্প।

এই জনবিরোধী -সিকিউরিটিহীন আপেল শহরে
বউ বান্ধবীদের বুকে- কখন আপেলতন্তু হয়ে ঢুকে যাই!

উৎসবের কবি

উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছে
ঠাণ্ডা রাইফেল যে ফুটছে না তাকে
যে লিখছে না তার কাঠ কাঠ তার মমি
যে ভাবছে না তার গ্রামের পর গ্রাম
কাক আর কোকিলে
ক্রমশ ফানা হয়ে উঠছে
ক্রমশ বাক বাকুম বন্ধু বন্ধুর কফিনে

তার পীর তার মুর্শিদ

পরগাছা গাছ আঙুরফলের বাকলে
সেনানি রঙীন বিষকালো ধীরে
খালি চেয়ার আর টেবিল যারা মাপছে
যারা কলরব শেষে ঘুমিয়ে পড়ছে
যারা প্রত্ন ও প্রস্তর শীততাঁবু তিরপল
তাদের কপিলাবস্তু ছাপিয়ে জাগছে কোথাও

গৌতম ও বুদ্ধ

ম্যাসেজবক্স

খেলা বলতে- উড়ে আসা মার্বেল
গড়িয়ে গড়িয়ে চড়ুইচঞ্চু ঘূর্ণন
কিছু টমেটোদানা কিছু জয়ফুল
গুপ্ত বীজ বীজের বেহালা
ধীর তানসেন...

প্রজাপতি মাঠে - রঙ রংবাজ
মাখে এমন ভাড়াটে রূপসী-
তার চোখের হারামী দুশমন ...
এমন চেনা ফেরারি
ঘুরে ঘুরে আসা বিয়াত্রিচ

বেদনা
ডাকে তো   ডাকে না
নিভে তো   নিভে না
তার মুখ তার মায়াবি গুল্ম
দেখে দেখে আঙুল বেয়ে কফিনে রক্ত

আসামি গোলাপ- টব থেকে বাথটাবে
যে তুমি অতি পরদেশ। হে ফুল

জানুবা...

###

সেই চিঠিও লিখে রাখব
এই সমুদ্রদাগ এই হারানো তিমি
প্রস্থানপ্রিয় মালবাহী ট্রেন, তার পায়ে
মরা সাপশিশু, সকালের ডি-জে-রি-ডু

ওস্তাদ আলাউদ্দি খাঁ...

এমন খুব জলপ্রধান তান। চলন্ত
জেব্রা ক্রসিং- তার সামনে হঠাৎ
মূত্র ত্যাগের ধারণা। আর
চিনাবাদামের খোসায় অবাক
কাঠবিড়ালি!
এসবই লিখে রাখব আস্তে আস্তে
তন্দ্রা বিরতির মাঝখানে।

ফেরিঘাটে

উড়ন্ত দেবদূত- এই ফ্লুরোসেন্ট লাইটে আমাদের চক্ষু স্থির হলো।
সাথে হাজারো চঞ্চু বেয়ে বের হলো হা হা সমুদ্রের দিকে
পাখি পাখি লম্বা এই বোমারু বিমান উড়ে এসে কোথায়
বসল ভাগ্যকুল শ্রমণে।
প্রতীক্ষার বিলজিবাব চাই না গোল এই তরমুজের
লালে! মেরুবিদ্ধ হোক আশা, বরফহরিণ ডাকুক
নীল চাদর ক্যারাভান।

জাহাজ ফুটছে কাদের রক্ত বইছে পানির কলসে।
এই অতি গহীনপ্রবণতা শেষেও আমরা বুঝেছি
এইসব গন্তব্য শুধুই বাড়ির দিকে যায় না,
সরল নদীপথগুলো ফিরে আসে সাপ হয়ে
টিইবওয়েলের পানিতে।

যার কথা বাজছে সিগারেটের আগুনে
তার সমস্ত কলিজাজুড়ে এক বর্শাফলকের স্মৃতি।
সেখানে গলা কাঁপছে- আঙ্গুল ধরে উঠছে কোথাকার
কোন বেহালাবাদকের তানসেন।
লোহার রেলিং ধরে তুমি নামছ আমি নামছি,
রক্তগ্রীবা পরে দাঁড়িয়ে পড়ল শেষ রাত্রির ফেরি।